ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২৭৬৫
আগরতলা,০৫ নভেম্বর,২০১৮

শ্রম দপ্তরের কর্মসূচি নিয়ে সচিবালয়ে পর্যালোচনা সভা

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব শ্রমিকদের কল্যাণে যে সমস্ত প্রকল্প রয়েছে তা শ্রমিকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য শ্রম দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, বর্তমানে একজন গরিব ও অবিবাহিত মহিলা শ্রমিক তার বিয়ের জন্য শ্রম দপ্তর থেকে ১০ হাজার টাকা সহায়তা পান। এই সহায়তাকে বাড়িয়ে কিভাবে ২৫ হাজার টাকা করা যায় তা দপ্তরকে দেখতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব আজ মহাকরণের ১নং কনফারেন্স হলে শ্রম দপ্তরের এক পর্যালোচনা সভায় এই নির্দেশ দেন। বৈঠকে আলোচনার সূত্রপাত করেন শ্রম দপ্তরের সচিব শ্রী শান্তনু। তিনি জানান, বর্তমানে রাজ্যে শ্রমিকদের কল্যাণে ৮টি প্রকল্প চালু রয়েছে। অসংগঠিত শ্রমিক সহায়িকা প্রকল্পে মোট ১ লক্ষ ২৪ হাজার ৯২১ জন শ্রমিক নথিভুক্ত রয়েছেন। তারা প্রত্যেক মাসে ৫০ টাকা করে নিজ অ্যাকাউন্টে টাকা জমা রাখেন। সরকার থেকেও প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে ৫০ টাকা জমা করা হয়। ত্রিপুরা বিল্ডিং এন্ড আদার কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার্স প্রকল্পে ৩৩১ জন অবিবাহিত মহিলা শ্রমিককে ১০ হাজার টাকা করে মোট ৩৩ লক্ষ ১০ হাজার টাকা সহায়তা করা হয়েছে। ৪১ জন রিক্সা চালককে চিকিৎসার জন্য ৪১ হাজার টাকা সহায়তা করা হয়েছে। ১১ হাজার ৩৮৪ জন শ্রমিকের ছেলে-মেয়েকে সর্বনিম্ন ১,০০০ টাকা ও সর্বোচ্চ ৮,০০০ টাকা শিক্ষার জন্য সহায়তা করা হয়েছে। ২৪ জন মহিলা শ্রমিককে মাতৃত্বকালীন সহায়তা করা হয়েছে ১ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা। কিডনি, ক্যান্সারের মতো ১৩টি রোগের চিকিৎসার জন্য ২৩৩ জন শ্রমিককে ২৩ লক্ষ ৭৫ হাজার ৪৭৯ টাকা সহায়তা করা হয়েছে। দুর্ঘটনায় আহত ২৯ জনকে ১ লক্ষ ৪৩ হাজার ৭০০ টাকা সহায়তা করা হয়েছে। মৃত্যুর পর সহায়তা করা হয়েছে ৪৪টি পরিবারকে ৯ লক্ষ টাকা। শ্রী শান্তনু জানান, শ্রমিকদের চিকিৎসার জন্য শ্যামলীবাজারে একটি ডিসপেনসারি চালু রয়েছে। এখন পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসিত হয়েছেন ১ লক্ষ ৫৬ হাজার ২৭৩ জন। এছাড়া, উদয়পুর, বিশালগড়, আমবাসা ও ধর্মনগরে আরও ৪টি ডিসপেনসারি চালু করার অনুমোদন পাওয়া গেছে। অফিস লেনে শ্রম ভবন নির্মাণের কাজ চলছে। এতে ব্যয় ধরা হয়েছে ১৫৭৬.৭২ লক্ষ টাকা।

পর্যালোচনা সভায় কর্মবিনিয়োগ পরিষেবা ও জনশক্তি পরিকল্পনা দপ্তরের অধিকর্তা বলিন দেববর্মা জানান, রাজ্যে বর্তমানে ৭ লক্ষ ৬২ হাজার ৯৪২ জন নথিভুক্ত বেকার রয়েছেন। তাদের কর্মসংস্থানের জন্য বিভিন্ন ট্রেনিং সেন্টার চালু করা হয়েছে। তিনি জানান, বর্তমানে পশ্চিম ও উত্তর জেলায় দপ্তরের ২টি ডিস্ট্রিক্ট এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ কার্যালয় রয়েছে। বর্তমানে এর নাম মডেল ক্যারিয়ার সেন্টার। এরূপ সেন্টার উদয়পুর, আমবাসা ও কৈলাসহরে চালু করার প্রস্তাব রয়েছে। সভায় ফ্যাক্টোরিজ ও বয়লার্স অর্গানাইজেশনের চিফ ইন্সপেক্টর সজল দাস জানান, এই অর্গানাইজেশনের পশ্চিম জেলা, খোয়াই জেলা ও ঊনকোটি জেলায় কার্যালয় রয়েছে। এই সংস্থা শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্য শ্রমিক আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের অক্টোবর মাস পর্যন্ত মোট ৩২.৩৭ টাকা রাজস্ব সংগ্রহ করা হয়েছে। পর্যালোচনা সভায় মুখ্যসচিব এল কে গুপ্তা ও মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান সচিব কুমার অলক আলোচনা করেন।

*****